১ মার্চ ২০১৬

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় চরম হস্তক্ষেপ
রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত
স্থানীয় সরকার নির্বাচন
সভা-সমাবেশে বাধা
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড
নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ
সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত
নিষ্ঠুর আচরণের শিকার শিশুরা
ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন
নারীর প্রতি সহিংসতা
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

অধিকার মনে করে ‘গণতন্ত্র’ মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের ‘নাগরিক’ হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে ‘গণতন্ত্র’ গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে ‘গণতন্ত্র’ বলা যায় না। অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নেই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলজ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদ- ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লজ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

মত প্রকাশ ও সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় চরম হস্তক্ষেপ

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

১. মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকদের হস্তক্ষেপ অব্যাহত আছে। বর্তমান সরকার চরমভাবে ভিন্নমত ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করছে। সংবাদ মাধ্যম, সংবাদকর্মী কিংবা কোন নাগরিক সরকারের সমালোচনামূলক কিছু প্রকাশ করলে বা ফেসবুকে কোন মন্তব্য দিলে এবং তা সরকারের বিরুদ্ধে গেলেই সরকার বিদ্বেষবশতঃ তাঁকে বা তাঁদেরকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে অভিযুক্ত করছে, যা চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা হরণ করার বিষয় হয়ে উঠেছে। ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিরোধীদল ও জনগণের মতামতকে তোয়াক্কা না করেই সংবিধান পরিবর্তন করে সরকার। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুসারে রাষ্ট্রদ্রোহীতার জন্য সর্ব্বোচ্চ শাস্তি নির্ধারিত হয়েছে, যা মৃত্যুদ-। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন নাগরিককে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' হিসেবে অভিযুক্ত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সংবাদ মাধ্যমের ওপর যে হস্তক্ষেপ চলছে তা ব্যাপকভাবে শুরু হয় ২০১৩ সাল থেকে। ২০১৩ সালের ৬ মে দিবাগত রাতে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে নিরাপত্তা বাহিনীর অ্যাকশনের ঘটনা সরাসরি প্রচার করার কারনে সেই রাতেই দিগন্ত টিভি এবং ইসলামিক টিভি বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এর আগেই ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের একজন বিচারপতির সঙ্গে একজন আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন বিশেষজ্ঞের স্কাইপ কথোপকথন প্রকাশের কারণে আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ এবং এর সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালের ৪ জানুয়ারি তারেক রহমানের বক্তব্য প্রচার করার কারণে ইটিভি'র চেয়ারম্যান আবদুস সালামকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি এখনও কারাগারে আটকাবস্থায় আছেন। ২০১৫ সালের ১৮ অগাস্ট বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজের) সভাপতি ও সাপ্তাহিক ইকোনমিক টাইমস এর সম্পাদক শওকত মাহমুদকে রাজনৈতিক মামলায় গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে মোট ২২টি মামলা দায়ের করা হয়। সবগুলো মামলায় জামিন হওয়ার পর গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মুগদা থানার বিস্ফোরক আইনের একটি মামলায় শওকত মাহমুদকে গ্রেফতার দেখানোর ফলে তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না।[১] এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে সারাদেশে বিরতিহীনভাবে সরকারিদলের সমর্থকরা মামলা দায়ের করছে, সরকারের

[১] নয়াদিগন্ত, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

সর্বোচ্চ মহল থেকে বিষোদগার করা হচ্ছে এবং তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত করে অনেক মামলাও আদালত গ্রহণ করছে।

মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে বিরতিহীন মামলা ও হয়রানি

২. গত ১১ ফেব্রুয়ারি ইংরেজী দৈনিক ডেইলি স্টার এর সম্পাদক মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৯ এর সহকারি সরকারি কৌঁসুলি মোস্তফিজুর রহমান ঢাকা মহানগর হাকিম স্নিগ্ধা রাণী চক্রবর্তীর আদালতে একটি নালিশি আবেদন করেন। আদালত এই বিষয়ে সরকারের অনুমোদন নিয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেয়। অভিযোগে বলা হয়, ২০০৭ এর এক-এগারোতে ক্ষমতায় আসা সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আওয়ামী লীগকে নেতৃত্বশূন্য করার হীন প্রচেষ্টায় একটি সংস্থার নির্দেশনা বাস্তবায়নে গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য মাহফুজ আনাম তাঁর সম্পাদিত পত্রিকায় (ডেইলি স্টার) মিথ্যা ও বিকৃত তথ্য প্রকাশ করেন, যা প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রদ্রোহের শামিল।[২] উল্লেখ্য, গত ৩ ফেব্রুয়ারি একটি বেসরকারি টেলিভিশনের টকশো'য় অংশ নিয়ে ডেইলি স্টার-এর সম্পাদক মাহফুজ আনাম বলেন যে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির খবর যাঁচাই ছাড়া প্রকাশ করা তাঁর সাংবাদিকতার জীবনে সম্পাদক হিসেবে একটা বিরাট ভুল ছিল। সেটা তিনি স্বীকার করে নিচ্ছেন। তখন ডিজিএফআই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ঘুষ নেয়া ও দুর্নীতির খবর সরবরাহ করেছিল।[৩] এরপর ৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে জাসদ দলীয় সংসদ সদস্য মাইনুদ্দিন খান বাদল, আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন, শামসুল হক টুকু, ফজলে নূর তাপস, ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল, স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য হাজী সেলিম এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য নূরজাহানও মাহফুজ আনামকে গ্রেফতার ও তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার মামলা দায়ের এবং ডেইলি স্টার পত্রিকা বন্ধের দাবি জানান।[৪] গত ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাষ্ট্রদ্রোহ ও মানহানির অভিযোগে মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন জেলায় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও আন্যান্য অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ৭৯টি মামলা দায়ের করেছে। এরমধ্যে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে ১৭টি এবং মানহানির অভিযোগে ৬২টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৫] গত ২২ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন "প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার সরবরাহ করা মিথ্যা তথ্য প্রচারের ষড়যন্ত্রে জড়িত সম্পাদকদেরও যুদ্ধপরাধীদের মতো বিচার হবে"।[৬]

আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কারাগারে আটকে রাখার অভিযোগ

৩. ২০১০ সালের ২ জুন আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে আমার দেশ অফিস থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং সেদিনই আমার দেশের ছাপাখানা সিলগালা করে দেয়া হয়। আমার দেশ এর প্রকাশক হাসমত আলী খানকে গোয়েন্দা সংস্থা তুলে নিয়ে যায় ও তাঁকে ভয়ভীতি দেখিয়ে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে সম্পত্তি চুরি এবং প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি দখল করার মামলা দায়ের করানো হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। পরে ২০১১ সালের ১৭ মার্চ তিনি এই মামলায় মুক্তি পান এবং আমার দেশের ছাপাখানা খুলে দেয়া হয়। এর আগে ২০১০ সালের ২১ এপ্রিল "চেম্বার জজ মানে সরকার পক্ষের স্টে" এই শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করায় ২০১০ সালের ৫ মে হাইকোর্টের দুজন আইনজীবীর দায়ের করা আদালত অবমাননা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের

---

[২] প্রথম আলো, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৩] যুগান্তর, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৪] যুগান্তর, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৫] ডেইলি স্টার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৬] যুগান্তর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

আপিল বিভাগ ২০১০ সালের ১৯ অগাস্ট মাহমুদুর রহমানকে ছয়মাসের কারাদন্ড দেয়। ২০১২ সালের ১৩ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের একজন বিচারপতির সঙ্গে একজন আন্তর্জাতিক অপরাধ আইন বিশেষজ্ঞের স্কাইপ কথোপকথন প্রকাশ করায় ঢাকার সিএমএম আদালতে মাহমুদুর রহমান ও পত্রিকাটির প্রকাশক মো. হাসমত আলীর বিরুদ্ধে তথ্য প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা হয়। ২০১৩ সালের ১১ এপ্রিল মাহমুদুর রহমানকে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় এবং সাংবাদিকদের মারধর করে আমার দেশের ছাপাখানা সিলগালা করে দেয় পুলিশ। এরমধ্যে ২০১৫ সালের ১৩ অগাস্ট ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আদালত সম্পদের হিসাব চেয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের নোটিশের জবাব না দেয়ার অভিযোগে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে তিন বছরের কারাদ- ও একলাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো এক মাসের কারাদ-ের রায় ঘোষণা করে। সারাদেশে মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে মোট ৭০টি মামলা দায়ের করা হয়, যার বেশির ভাগই মানহানি ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। এরপর তিনি বিভিন্ন সময়ে দায়ের করা সবগুলো মামলায় জামিন পান। কিন্তু ২০১২ সালের ১৩ ডিসেম্বর তথ্য প্রযুক্তি আইনের মামলায় মাহমুদুর রহমানকে হাইকোর্টের দেয়া জামিন বাতিলের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ আপিল বিভাগে আবেদন করে। ২০১৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার নেতৃত্বাধীন পাঁচ সদস্যের বেঞ্চ রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন খারিজ করে মাহমুদুর রহমানকে দেয়া হাইকোর্টের জামিন বহাল রাখেন। উল্লেখ্য ২০০৯ সালে আমার দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'ভারত বিটিআরসি নিয়ন্ত্রণ করে' শিরোনামে দুইটি সংবাদ প্রকাশিত হলে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটোরি কমিশন মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দেয়। এই মামলায় অন্যান্য অভিযুক্তরা জামিনে থাকায় ২০১৩ সালের ২৭ মে আদালত এই মামলায় কারাবন্দি মাহমুদুর রহমানকে আদালতে হাজির করার জন্য কারাগার কর্তৃপক্ষের প্রতি 'প্রডাকশন ওয়ারেন্ট' জারি করে। এরপর সেই ২০০৯ এর মানহানি মামলার প্রডাকশন ওয়ারেন্টের আদেশটি ১৪ ফেব্রুয়ারি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট প্রণব কুমার প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু সরকার এরই মধ্যে নতুন করে একটি মামলায় তাঁকে 'শ্যোন অ্যারেস্ট' দেখিয়ে রিমান্ড চায়। মাহমুদুর রহমানের আইনজীবী মাসুদ আহমদ তালুকদার জানান, সর্বশেষ মামলায় ১৪ ফেব্রুয়ারি আপিল বিভাগ থেকে জামিন পাওয়ার পরও অপর একটি মামলায় প্রডাকশন ওয়ারেন্ট এর আদেশ প্রত্যাহারের পর মাহমুদুর রহমানের মুক্তির ক্ষেত্রে কোন বাধাই যখন ছিল না, তখন প্রডাকশন ওয়ারেন্ট এর আদেশ জেলখানায় পাঠাতে সময়ক্ষেপন করে এবং ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে শাহবাগ থানায় বিস্ফোরক আইনে দায়ের হওয়া (মামলা নম্বর ৫০(১)/১৩) একটি মামলায় তাঁকে 'শ্যোন অ্যারেস্ট' দেখিয়ে ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন করে শাহাবাগ থানার এসআই হারুন-অর-রশিদ। ওই মামলায় এজাহার নামীয় মোট অভিযুক্ত ৪৪ জনের মধ্যে মাহমুদুর রহমানের নাম নাই।[৭] গত ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগর হাকিম মারুফ হোসেন মাহমুদুর রহমানের রিমান্ড ও জামিনের আবেদন নাকচ করে তাঁকে আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে কারাফটকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নির্দেশ দেন।[৮] মাহামুদুর রহমান দ্বিতীয় দফায় প্রায় ৩ বছর গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারে আটক আছেন।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৪. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় ২ জন সাংবাদিক আহত, ১ জন লাঞ্ছিত এবং ৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

৫. গত ১৭ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম মহানগরের প্রবর্তক মোড়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের মিছিল থেকে একজন মোটরসাইকেল আরোহীকে মারধর করা হচ্ছিল। এই সময় দৈনিক প্রথম আলোর চট্টগ্রামের ফটো সাংবাদিক জুয়েল শীল মারধরের ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করতে গেলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি রাশেদুল ও কলেজ ছাত্রসংসদের ভিপি নাভিদ আনজুম তানভির এর নেতৃত্বে তাঁকে বেধড়ক

[৭] নিউএজ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৮] প্রথম আলো, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

মারপিট করা হয়। পরে ক্যামেরা থেকে ছবি মুছে দিয়ে জুয়েল শীলকে অপমানজনকভাবে কান ধরে উঠবস করানো হয়।[৯]

৬. গত ১৫ ফেব্রুয়ারি রাতে সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলা শহরে সংবাদ প্রকাশের জের ধরে দৈনিক আজকের পত্রিকার গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি মাহাবুবুর রহমান চৌধুরীর ওপর একদল দুর্বৃত্ত হামলা করে। হামলার সময় দুর্বৃত্তরা রড দিয়ে পিটিয়ে সাংবাদিক মাহাবুবুর রহমানের হাত ভেঙে ফেলে। তাঁকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।[১০]গোলাপগঞ্জ পৌরসভার সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা জাকারিয়া আহমেদ পাপলুর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ করায় তাঁর অনুসারীরা হামলা করে বলে মাহাবুবুর রহমান চৌধুরী অভিযোগ করেন।[১১]

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে ২০১৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

৮. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ২০১৬ সালেও বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই আইন সংশোধন করে ৫৭ ধারায়[১২] বলা হয়েছে 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য এবং সংশোধিত আইনে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। দেশের নাগরিক সমাজ মনে করে, এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৯. গত ১৫ ফেব্রুয়ারি 'ইসলাম বিতর্ক' নামের একটি বইয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার বিষয় থাকার অভিযোগে ব-দ্বীপ প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী ও লেখক শামসুজ্জোহা মানিক ও তাঁর ভাই শামসুল আলম এবং বইটির প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান শব্দকলি প্রিন্টার্সের স্বত্বাধিকারী ফকির তসলিমকে শাহবাগ থানা পুলিশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭(২) ধারায় গ্রেফতার করেছে। পরে তাঁদের আদালতে হাজির করে পুলিশ রিমান্ড চাইলে আদালত শামসুজ্জোহা মানিককে ৫ দিন, শামসুল আলমকে ১ দিন এবং ফকির তসলিমকে ২দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। একই দিনে একুশে বই মেলায় ব-দ্বীপ প্রকাশনের স্টল বন্ধ এবং 'ইসলাম বিতর্ক' নামের বইটি জব্দ করা হয়।[১৩] গত ২২ ফেব্রুয়ারি রিমান্ড শেষে অভিযুক্তদের ঢাকা মহানগর হাকিম মারুফ হোসেনের আদালতে হাজির করা হলে তাঁদের কারাগারে পাঠোনোর আদেশ দেন আদালত।[১৪]

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

১০. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৩ জন নিহত ও ৫৬৪ জন আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন পূর্ববর্তী সহিংসতায় ১ জন নিহত ও ১৩৩ জন আহত

[৯] মানবজমিন, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

[১০] প্রথম আলো, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

[১১] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিলেটের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[১২] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদ- অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদ- অথবা উভয়দ- দ-িত হইবেন।

[১৩] প্রথম আলো, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

[১৪] বাংলা বিডি নিউজ টোয়েন্টিফোর ডট কম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ৩৩টি এবং বিএনপি'র ১টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে ও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আওয়ামী লীগের ৩৫৯ জন এবং বিএনপি'র ২০ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

১১. অব্যাহতভাবে রাজনৈতিক সহিংসতা চলছে। আর এই সহিংসতার মূল কেন্দ্রে অবস্থান করছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ-যুবলীগসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা। আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে অন্তর্দলীয় কোন্দলের ঘটনা ঘটছে এবং এইসব কোন্দলের বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটেছে রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিলের জন্য। বিভিন্ন সংঘর্ষে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের মারণাস্ত্র হাতে নিয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দেখা গেছে। এই রকম অনেক ঘটনার মধ্যে দুটি ঘটনা নিচে তুলে ধরা হলো:

১২. গত ৭ ফেব্রুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গ্যাসের নতুন কূপ খনন এলাকায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি মাসুম বিল্লাহ্‌র নেতৃত্বে একদল কর্মী হামলা চালায়। এই সময় তারা তিতাস গ্যাস ফিল্ডের লোকেশন জে-এর ২৫ ও ২৬ নম্বর কূপ খনন এলাকায় ঢুকে পড়ে কর্তব্যরত আনসারদের তাদের কোমরে অস্ত্র আছে বলে হুমকি দেয়। এরপর তারা কূপ খনন এলাকায় তেল, গাড়ি ও খাবার ঢাকার সাপ্লাইয়াররা সরবরাহ করে এই খবর জানতে পেরে প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার জাহিদ হোসেন চুন্নুকে মারধর করে এবং কূপ খনন কাজ বন্ধ করে দেয়। এই সময়ে কূপ খননে কর্মরত ৩০-৪০ জন বিদেশী ভয়ে দৌড়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।[১৫]

১৩. গত ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের ক্যান্টিনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের জগন্নাথ হল শাখার সহ সভাপতি উৎপল বিশ্বাস, যুগ্ম সম্পাদক শ্যামল সরকার ও সাংগঠনিক সম্পাদক দীপু খাবার খেতে যায়। খাবার দিতে দেরি হওয়ায় ক্যান্টিনের এক কর্মচারীকে উৎপল বিশ্বাস, শ্যামল সরকার ও দীপু মারধর করতে থাকলে সেখানে উপস্থিত সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক সালমান সিদ্দিকী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাদিকুল ইসলাম ও জগন্নাথ হল শাখার সাধারণ সম্পাদক খোকন মোহন্ত বাধা দিলে তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। এই সময় ছাত্রলীগের আরও কয়েকজন কর্মী এসে ছাত্রফ্রন্টের নেতাদের ওপর হামলা করে এবং সাদিকুল ইসলামের মাথা ফাটিয়ে দেয়।[১৬]

স্থানীয় সরকার নির্বাচন

১৪. সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যে ধরনের দুর্বৃত্তায়ন লক্ষ্য করা গেছে তাতে নির্বাচন ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। অথচ নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে ধারবাহিকভাবে ২০১৪ সালের বিতর্কিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, উপজেলা নির্বাচন ২০১৫ সালে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন এবং পৌরসভার নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, সহিংসতা এবং ভোট জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে।

দুইটি পৌরসভায় কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই ও সংঘর্ষসহ নানা অনিয়মের মধ্যে দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার অভিযোগ

১৫. গত ১৫ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি ও ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌরসভার নির্বাচন কেন্দ্র দখল, জাল ভোট, সংঘর্ষ ও অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সীমানা জটিলতা ও মেয়াদপূর্তি না হওয়ায় এই দুই পৌরসভায় গত ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচন হয়নি। চাঁদপুরের শাহরাস্তি পৌরসভায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের

---

[১৫] মানবজমিন, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

[১৬] প্রথম আলো, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

সঙ্গে বহিরাগতরা যোগ দিয়ে পাঁচটি ভোটকেন্দ্র দখল করে বলে অভিযোগ করে বিরোধী প্রার্থীরা। একটি কেন্দ্র থেকে ব্যালট পেপার ছিনতাইয়ের অভিযোগে ওই কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়। এছাড়া তিনটি কেন্দ্র দখল নিয়ে সংঘর্ষে ১০ জন আহত হন। ভোলার চরফ্যাশন পৌরসভার বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী আমিরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, ভোটারদের নৌকার পক্ষে সিল দিতে বাধ্য করা হয়েছে। কমপক্ষে চারটি কেন্দ্র সরকারদলীয় সমর্থকরা দখল করে জাল ভোট দিয়েছে।[১৭]

আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা

১৬. আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রথম ধাপের মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিন ছিল ২২ ফেব্রুয়ারি। সারাদেশের ৭৩৯টি ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে ২১টি ইউনিয়ন পরিষদে আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী একক প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে বাগেরহাট জেলায় ১৮টি ইউনিয়নে, মংলার সোনাইতলা, ভোলার দক্ষিণ দিঘলদি, মাদারীপুরের শিবচরের কুতুবপুর ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীরা এককভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ায় তাঁরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চেয়ারম্যান হতে যাচ্ছেন। এদিকে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার শেষ দিনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিএনপি, জামায়াত, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মারধর, মনোনয়নপত্র জমা দিতে বাধা দেয়া ও ছিনিয়ে নেয়া, অপহরণ ও বাড়িঘর ভাংচুর করার অভিযোগ পাওয়া গেছে সরকার সমর্থকদের বিরুদ্ধে।[১৮] বরগুনা সদর উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী মোহাম্মদ সিদ্দিকের সমর্থকরা সাবেক চেয়ারম্যান বিএনপি মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী আবদুল আজিজ শরীফের সমর্থকদের মারধর করে মনোনয়নপত্র ছিনিয়ে নেয়। এই ঘটনায় তিন ব্যক্তি আহত হন। এছাড়া আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকদের ওপরও হামলা করা হয়। ভোলার কুলকাঠি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী এইচ এম আক্তারুজ্জামান বাচ্চুর বাধার মুখে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি বিএনপি মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী নাসির উদ্দিন আহমেদ। খুলনার তেরখাদা উপজেলার সদর ইউনিয়নে বিএনপি মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী এইচ এম মহিবুল্লার মনোনয়নপত্র ছিঁড়ে ফেলে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এই ঘটনার পর সদর ইউনিয়নে বিএনপি মনোনীত কোন চেয়ারম্যান প্রার্থী আর মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি। সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার সোনাবাড়িয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা শহিদুল ইসলামের বাড়িতে হামলা করে সেখানে ভাঙচুর করে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী মনিরুল ইসলামের সমর্থকরা। সাতক্ষীরা সদরে বৈকারী ইউনিয়নে নারী ইউপি সদস্য রত্না খাতুন তাঁর মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সময়ে বাধার সম্মুখীন হন। তাঁর ও তাঁর সমর্থকদের ওপর হামলা করা হয়। পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া টিকিকাটা ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী হোসাইন মোশারফ সাকুকে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী রফিকুল ইসলাম রিপন জমাদ্দারের সমর্থকরা অপহরণ করে একটি বাগানে নিয়ে আটকে রাখে।[১৯]

সভা-সমাবেশে বাধা

১৭. সরকার বিরোধীদলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে বাধা দিচ্ছে; মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে বিরোধীদল ও ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে।

১৮. গত ১৭ ফেব্রুয়ারি পটুয়াখালী জেলার দুমকি উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামে বিএনপি নেতা ফারুক হাওলাদারের বাড়ির উঠোনে আসন্ন ইউপি নির্বাচনে বিএনপির সম্ভাব্য চেয়ারম্যান প্রার্থী ও তৃণমূল নেতা-কর্মীরা উপস্থিত হতে

---

[১৭] প্রথম আলো, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[১৮] যুগান্তর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[১৯] যুগান্তর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

থাকে। এই সময় দুমকি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আজমী ফারুক হঠাৎ এই বৈঠকে হামলা চালিয়ে সভা প- করে দেয়। পরে পুলিশ সেখানে থাকা চেয়ারগুলো ভাঙচুর করে নিয়ে যায়।[২০]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত

১৯. ২০১৬ সালের শুরুতেই বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের সংখ্যা ছিল উদ্বেগজনক। *অধিকার* এর তথ্য মতে ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে ৯ জন ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই ধারা ফেব্রুয়ারি মাসেও অব্যাহত আছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকা- অব্যাহতভাবে চলতে থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লজ্জিত হচ্ছে।

২০. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে ফেব্রুয়ারি মাসে ১২ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

২১. বিচারবহির্ভূত হত্যাকা-ের কারণে নিহত ১২ জনের মধ্যে ১০ জনই 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঁদেরমধ্যে ৭ জন র‌্যাবের হাতে এবং ৩ জন পুলিশের হাতে নিহত হয়েছেন।

নির্যাতনে মৃত্যুঃ

২২. এই সময়ে ২ জন পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

২৩. নিহত ১২ জনের মধ্যে ২ জন গণমুক্তি ফৌজের সদস্য, ১ জন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ১ জন চা বিক্রেতা, ১ জন সিএজি চালিত অটোরিক্সার ড্রাইভার, ৩ জন বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত আসামী এবং ৪ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ

২৪. পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে হয়রানি, চাঁদা আদায়, হামলা এবং হত্যা করার অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মমভাবে দমন করার কাজে ব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে এবং তাদের মধ্যে এই ধারণা প্রবল হয়েছে যে, তারা সব কিছুর উর্ধ্বে। ২০১৩ সালে জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' পাস হলেও এই ব্যাপারে বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একদল সদস্য কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

২৫. গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক সাড়ে ৯ টায় ঢাকার শাহআলী থানার পুলিশের একটি টহল দল তাদের সোর্স দেলোয়ারকে সঙ্গে নিয়ে গুদারাঘাট এলাকায় যেয়ে চায়ের দোকানদার বাবুল মাতবরের কাছে চাঁদা চায়। চাঁদা না দেয়ায় পুলিশ লাঠি দিয়ে চা বানানোর চুলার ওপর বাড়ি দেয় এবং পুলিশের সোর্স দেলোয়ার বাবুল মাতবরকে ধাক্কা দিয়ে চুলার ওপর ফেলে দেয়। এতে বাবুল মাতবরের শরীরে আগুন ধরে যায়। তাঁকে এই অবস্থায় রেখে

[২০] যুগান্তর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

পুলিশ সেখান থেকে চলে যায়। ঘটনার পরপরই তাঁর স্বজনরা বাবুল মাতবরকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে নিয়ে যায়। গত ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এই ঘটনায় এসআই মোমিনুর রহমান খান, শ্রীধাম চন্দ্র হাওলাদার, নিয়াজ উদ্দিন মোল্লা, এএসআই দেবেন্দ্র নাথ ও কনস্টেবল জসিম উদ্দিনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই ঘটনা তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।[২১] গত ৭ ফেব্রুয়ারি এই তদন্ত কমিটি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। এতে শাহআলী থানার চার পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তির সুপারিশ করা হয়। কিন্তু প্রতিবেদনে পুলিশের চাঁদাবাজির কথা উল্লেখ করা হয় নাই। পাশাপাশি নিহত বাবুল মাতবরকে মাদক ব্যবসায়ী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয় এবং তাঁর মৃত্যুর জন্য পুলিশের সোর্স দেলোয়ার ও তাঁর ৫ সহযোগীকে দায়ি করা হয়।[২২]

২৬. গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কারাবন্দি ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এর ২৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মাহবুব (৪৫) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। গত ১৫ জানুয়ারি রাজনৈতিক মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে নিয়ে তাঁর ওপর প্রচন্ড নির্যাতন করা হয় বলে তাঁর স্বজনরা দাবি করেছেন। আনায়োর হোসেন মাহবুবের ছোট ভাই মাকসুদ সাংবাদিকদের বলেন, তাঁর ভাইয়ের কোন অসুস্থতা ছিল না। কারা হেফাজতে নির্যাতন করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। রাজনৈতিক মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ রাস্তায় ফেলে তাঁর ভাইকে বেধরক পেটায়। এই দৃশ্য শত শত মানুষ দেখেছে। পরে রিমান্ডে নিয়ে থানা হেফাজতেও তাঁর ওপর নির্যাতন চালানো হয়'।[২৩]

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

২৭. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায় নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে। *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৬ জন ব্যক্তি গুমের শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ৪ জনকে গুম করার পর পরবর্তীতে তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে এবং বাকি ১ জনের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি এখনও পর্যন্ত।

২৮. গত ২৯ ফেব্রুয়ারী ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কুঠি দূর্গাপুর মাদ্রাসার শিক্ষক আবু হুরাইরার (৫৫) লাশ যশোর-চৌগাছা সড়কের আমবটতলা থেকে উদ্ধার করা হয়। আবু হুরাইরার ভাই আবদুল মালেক জানান, গত ২৪ জানুয়ারি তাঁর ভাইকে তাঁর কর্মস্থল কুঠি দূর্গাপুর মাদ্রাসা থেকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্য পরিচয়ে একদল লোক তুলে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। এই ঘটনায় ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি জিডি করা হয়েছে।[২৪]

---

[২১] যুগান্তর, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[২২] যুগান্তর, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[২৩] যুগান্তর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[২৪] প্রথম আলো, ১ মার্চ ২০১৬

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ন

২৯. ফেব্রুয়ারি মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় ২৬ জন শ্রমিক পুলিশ ও কর্তৃপক্ষের হাতে আক্রান্ত হয়ে আহত হয়েছেন। এছাড়া ৫ জন শ্রমিক আগুনে পুড়ে আহত হয়েছেন।

৩০. গত ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলার আশুলিয়ার ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকার (ডিইপিজেড) লেনী ফ্যাশন্‌স, লেনী অ্যাপারেলসসহ একই মালিকের তিনটি পোশাক কারখানা এবং শাহীন ফ্যাশন্‌স নামে অপর একটি কারখানায় বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, হাজিরা বোনাস বাড়ানোসহ বিভিন্ন দাবিতে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। এই সময় পুলিশ ও ডিইপিজেডের আনসার সদস্যরা একযোগে তাঁদের লাঠিপেটা করে এবং কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। লাঠির আঘাতে এবং কাঁদানে গ্যাসে অন্তত: ১০ জন শ্রমিক আহত হন।[২৫]

৩১. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে।

সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৩২. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ১ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করেছে। এছাড়া ৪ জন বিএসএফ'র হাতে আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ৩ জন গুলিতে এবং ১ জন নির্যাতনে আহত হন। এই সময়ে বিএসএফ কর্তৃক অপহৃত হন ৫ জন বাংলাদেশী।

৩৩. ফেব্রুয়ারি মাসেও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ভারত দীর্ঘদিন ধরে ওই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা নির্যাতন ও লুটপাট চালাচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

৩৪. গত ৩ ফেব্রুয়ারি লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার দইখাওয়া সীমান্তের ৯০২ নং মেইন পিলারের ২-এস সাব পিলারের কাছে বাংলাদেশী কৃষক জহুরুল ইসলাম (২৮) তাঁর ইরি-বোরো ক্ষেতে সেচ দিতে যান। এই সময় ভারতের কুচবিহার জেলার শিতলকুচি থানার বড়মরিচা ক্যাম্পের বিএসএফ'র একটি টহল দল বিনা উসকানিতে তাঁকে গুলি করে। এরপর আশঙ্কাজনক অবস্থায় জহুরুল ইসলামকে উদ্ধার করে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।[২৬]

৩৫. *অধিকার* উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো বার বার তুলে ধরা সত্ত্বেও এটি বন্ধে সরকারের পক্ষ থেকে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাছাড়া ভারত সরকারের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ক্ষতিপূরণ চাওয়ার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৩৬. ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১১ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

---

[২৫] প্রথম আলো, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

[২৬] মানবজমিন, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

৩৭.মূলত: ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে সামাজিক অবক্ষয়। ফলে এই ধরনের হত্যার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

নিষ্ঠুর আচরণের শিকার শিশুরা

৩৮.শিশুদের ওপর অমানবিক ও নিষ্ঠুর আচরণের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক অবক্ষয়, নৃশংসতার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ইত্যাদি কারণে শিশুদের ওপর নৃশংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধারণা করা যায়। ২০১৫ সালে যদিও কিছু কিছু অপরাধীর শাস্তি হয়েছে তবু এই ধরনের ঘটনা অব্যাহত আছে এবং মুক্তিপণ ও পারিবারিক ও সামাজিক বিরোধের জের ধরে শিশুরা হত্যাকা-ের শিকার হচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

৩৯.গত ২৯ জানুয়ারি মাঠে খেলতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার মুগারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র অবদুল্লাহর (১১) মৃতদেহ গত ২ ফেব্রুয়ারি আবদুল্লাহর মায়ের মামা মোতাহার হোসেনের বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে একটি ড্রামের ভেতর থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। অপহরণের কথা বলে মুঠোফোনে দুই লক্ষ টাকা আবদুল্লাহর স্বজনদের কাছ থেকে আদায় করে নেয় দুর্বৃত্তরা। এই ঘটনায় পুলিশ খুরশিদ আলম, আল আমিন, মিন্টু আখতার ও মেহেদী হাসান নামে চার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। এর মধ্যে মূল আসামী মোতাহার হোসেন র‌্যাবের হাতে কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়।[২৭]

৪০.গত ১২ ফেব্রুয়ারি নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার মাকুপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক সালিশি বৈঠকে চোর সন্দেহে ৭ম শ্রেণীর ছাত্র রুমন, ৮ম শ্রেণীর ছাত্র মেহেদী এবং ৩য় শ্রেণীর ছাত্র ফিরোজ এর হাত রশি দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে মাটিতে ফেলে তাদের লাঠিপেটা করা হয়। এই সালিশ কমিটির প্রধান মাকুপাড়া বাজার কমিটির সভাপতি ইমাজ উদ্দিনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।[২৮]

৪১.গত ১৩ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর জেলার আউটপাড়া এলাকা থেকে সোলায়মান (৪) নামে এক শিশুকে দুর্বৃত্তরা অপহরণ করে দেড় লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। এই বিষয়টি শিশুটির স্বজনরা পোড়াবাড়ি র‌্যাব ক্যাম্পে জানায়। কিন্তু গত ১৫ ফেব্রুয়ারি শিশু সোলায়মানের মৃতদেহ কাশিমপুরের জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় র‌্যাব স্থানীয় একটি সেলুনের কর্মচারি নির্মলকে আটক করেছে।[২৯]

৪২.গত ১২ ফেব্রুয়ারি হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের সুন্দ্রাটিকি গ্রামের শিশু জাকারিয়া আহমেদ শুভ (৮), তাজেল মিয়া (১০), মনির মিয়া (৭) ইসমাইল হোসেন (১০) নিখোঁজ হয়। এই ঘটনায় ১৩ ফেব্রুয়ারি নিখোঁজ জাকারিয়া আহমেদের বাবা ওয়াহিদ মিয়া বাহুবল মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে নিখোঁজ মনির মিয়ার বাবা আবদাল মিয়া বাদী হয়ে বাহুবল মডেল থানায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামী করে একটি অপহরণ মামলা দায়ের করেন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি নিখোঁজ শিশুদের বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে পতিত জমির নিচ থেকে চার নিখোঁজ শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়। গ্রামের পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব নিয়ে আবদুল আলী বাগাল ও আবদুল খালিক মাস্টারের মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র করে এই হত্যাকা-ের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩০] এই ঘটনায় পুলিশ আবদুল আলী, তাঁর দুই ছেলে জুয়েল ও রুবেল, আরজু ও বশির নামে পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।[৩১] গত ২৫ ফেব্রুয়ারি এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত বাচ্চু

---

[২৭] প্রথম আলো, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫
[২৮] মানবজমিন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[২৯] মানবজমিন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৩০] মানবজমিন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৩১] প্রথম আলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

মিয়া (৩২) র‌্যাবের কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয়। বাচ্চু মিয়ার পরিবারের দাবি ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতেই র‌্যাব সদস্যরা বাচ্চু মিয়াকে ধরে নিয়ে যায়।[৩২]

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৪৩. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জমি দখল থেকে শুরু করে ভয়ভীতি প্রদর্শন এবং তাঁদের ওপর ও তাঁদের উপাসনালয়ে হামলাসহ তাঁদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অন্যায় কর্মকা- অব্যাহত আছে। অতীতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের ওপরে ও তাঁদের উপাসনালয়ে সংঘঠিত হামলার ঘটনাগুলোর বিচার না হওয়া এবং সেই ঘটনাগুলো রাজনীতিকীকরণের কারণে এই ধরনের ঘটনা অব্যাহতভাবেই ঘটে চলেছে।

৪৪. গত ২১ ফেব্রুয়ারি পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলায় অভিরামপাড়ায় অবস্থিত শ্রী শ্রী সন্ত গৌরীয় মঠের প্রধান পুরোহিত ও অধ্যক্ষ যজ্ঞেশ্বর রায়ের ওপর দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এই সময় দুর্বৃত্তরা এলোপাথাড়ি গুলি চালায় ও হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে মঠের পূজারি গোপাল রায়ের হাতে ও পায়ে গুলি লাগলে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই সময় হাতবোমার বিস্ফোরণে আহত হন অপর পূজারী নিতাইপদ দাস। তাঁকে দেবীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।[৩৩] এই ঘটনায় পুলিশ বাবুল হোসেন, খলিলুর রহমান ও জাহাঙ্গির হোসেন নামে তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।[৩৪]

৪৫. গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ভোর রাতে পঞ্চগড় জেলার অটোয়ারী উপজেলার আলোয়াখোয়া ইউনিয়নের মোলানী শ্রী শ্রী হরি মন্দিরের একটি গম্বুজ ভেঙে ফেলাসহ অন্যান্য অংশ ভাংচুর করে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা। সকালে পূজা করতে এসে মন্দিরের পূজারী সরেনচন্দ্র বর্মণ এই ঘটনা দেখতে পেয়ে মন্দির কমিটির সভাপতি হিরেন্দ্রনাথ রায়কে খবর দেন।[৩৫]

৪৬. *অধিকার* সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুরোহিতের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। অবিলম্বে এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে আইনের আওতায় এনে বিচারের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

যৌন হয়রানি

৪৭. ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ২৩ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন আহত, ৬ জন লাঞ্ছিত ও ১৬ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে কর্তৃক ৪ জন পুরুষ আহত হয়েছেন।

৪৮. প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় বরিশাল সরকারি বিএম কলেজ ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে এক ছাত্রীকে মারধর করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মীরা। ওই ছাত্রীর স্বামী কবির হোসেন জানান, তাঁর স্ত্রী বিএম কলেজের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। তাঁকে দীর্ঘদিন ধরে কলেজ শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কর্মী ও সংস্কৃতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ মানিক ও অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র মোহাম্মদ নোয়েল চাপ দিচ্ছিল এক ছাত্রলীগ নেতার সঙ্গে প্রেম করার জন্য। এই ঘটনা তাঁর স্ত্রী তাঁকে জানালে তিনি গত ১৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কলেজে যান। এই সময় ছাত্রলীগ কর্মী মানিকসহ কয়েকজন তাঁর স্ত্রীকে প্রকাশ্যে কলেজ

[৩২] প্রথম আলো, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৩৩] মানবজমিন, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৩৪] নয়াদিগন্ত, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৩৫] মানবজমিন, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

ক্যাম্পাসে মারধর করে এবং তাঁর ওড়না ছিনিয়ে নেয়। তারা তাঁর স্ত্রীর মোবাইল ফোনটিও ছিনিয়ে নেয়। এর প্রতিবাদ করলে তারা কবিরকেও মারধর করে।[৩৬]

যৌতুক সহিংসতা

৪৯. ফেব্রুয়ারি মাসে ১৮ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ১১ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৭ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৫০. গত ১৫ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে পাবনা সদর উপজেলার হারিয়াবাড়ি গ্রামে শম্পা খাতুন (২৫) নামের এক গৃহবধূকে যৌতুকের টাকা না পেয়ে তাঁর স্বামী জাহিদ হোসেন ও তাঁর পরিবারের লোকজন শ্বাসরোধ করে হত্যা করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহতের দাদা আলাউদ্দিন সরদার জানান, ৫ বছর আগে সদর উপজেলার মালঞ্চী ইউনিয়নের হাড়িয়াবাড়ি গ্রামের মোস্তফা মিয়ার ছেলে জাহিদ হোসেনের সাথে শম্পার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই যৌতুকের দাবিতে প্রায়ই শম্পাকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে আসছিল জাহিদ ও তার বাড়ির লোকজন। ঐদিন রাতে জাহিদ ও তার পরিবারের লোকজন শম্পাকে বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য আবারও চাপ দেয়। শম্পা তাদের কথায় রাজি না হওয়ায় সবাই মিলে শম্পাকে বেধড়ক মারপিট করে ও এরপর শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। এই ব্যাপারে নিহতের বাবা নুরুল ইসলাম বাদি হয়ে ১৬ ফেব্রুয়ারি পাবনা সদর থানায় স্বামী জাহিদ, শ্বশুর শাশুড়িসহ ৫ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অন্তর নামে একজন এজহারভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।[৩৭]

এসিড সহিংসতা

৫১. ফেব্রুয়ারি মাসে ৪ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এরমধ্যে ৩ জন নারী ও ১ জন বালক।

৫২. গত ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ডেমরা থানার মাতুয়াইলের কোণাপাড়ায় পারিবারিক বিরোধের জের ধরে গৃহবধূ জেসমিন আক্তার (২৭) কে তাঁর স্বামী আমির হোসেন এসিড ছুঁড়ে মারে। জেসমিন আক্তারকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।[৩৮]

ধর্ষণ

৫৩. ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ৫৪ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৫ জন নারী, ৩৮ জন মেয়ে শিশু ও ১ জনের বয়স জানা যায়নি। ঐ ১৫ জন নারীর মধ্যে ৪ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩৮ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৪ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন। এই সময়কালে ১১ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫৪. গত ১ ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার হাটাব টেকপাড়া এলাকায় ষষ্ঠ শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীকে বাড়িতে একা পেয়ে একই এলাকার পিয়ার আলী (৬২) ধর্ষণ করে। পুলিশ ধর্ষক পিয়ার আলীকে গ্রেফতার করেছে।[৩৯]

---

[৩৬] মানবজমিন, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৩৭] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাবনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন
[৩৮] মানবজমিন, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬
[৩৯] মানবজমিন, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

অধিকারের কর্মকাণ্ডে বাধা

৫৫.মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে এগুলো বন্ধ করার ব্যাপারে সোচ্চার থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের রোষাণলে পড়েছে। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর বিভিন্নভাবে হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ঘটনার প্রতিবেদন *অধিকার* প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) র সদস্যরা তুলে নিয়ে যায়। আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করা হয় । আদিলুর এবং এলান যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন কারাগারে বন্দী থাকেন। গত ১১ অগাস্ট ২০১৩ ডিবি পুলিশের সদস্যরা *অধিকার* কর্তৃক বহু বছর ধরে সংগৃহীত ভিকটিমদের বিষয়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল ও গোপনীয় তথ্য সম্বলিত দুইটি সিপিইউ ও তিনটি ল্যাপটপ নিয়ে যায়; যা আজ অবধি *অধিকার* ফেরত পায়নি। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকা- বাধাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। সর্বশেষ গত ৩০ অগাস্ট ২০১৫ ‘গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস’ পালন করতে দেয়নি সরকার।

৫৬.এছাড়া *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য দুই বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৬*				
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	৬	১০	১৬
	গুলিতে নিহত	২	০	২
	নির্যাতনে মৃত্যু	১	২	৩
	মোট	৯	১২	২১
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	০	২
গুম		৬	০	৬
কারাগারে মৃত্যু		৮	৩	১১
ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৩	১	৪
	বাংলাদেশী আহত	৪	৪	৮
	বাংলাদেশী অপহৃত	০	৫	৫
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৯	২	১১
	লাঞ্ছিত	৯	১	১০
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৬	৩	৯
	আহত	৪২৯	৫৬৪	৯৯৩
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা		২২	১৮	৪০
ধর্ষণ		৫৭	৫৪	১১১
যৌন হয়রানীর শিকার		২৭	২৩	৫০
এসিড সহিংসতা		৪	৪	৮
গণপিটুনীতে মৃত্যু		২	১১	১৩
তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	০
	আহত	২৫	৩১	৫৬
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার		১	৪	৫

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

সুপারিশসমূহ

১. মতপ্রকাশ ও গণ মাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে এবং তাঁদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এবং সাপ্তাহিক ইকোনমিক টাইমস এর সম্পাদক শওকত মাহমুদকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। ডেইলি স্টার পত্রিকার সম্পাদক মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে আনীত মামলাগুলো প্রত্যাহারসহ তাঁকে হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

২. রাজনৈতিক সহিংসতা, দুর্বৃত্তায়ন ও পুলিশী রাষ্ট্র ব্যবস্থা থেকে উত্তরনের লক্ষ্যে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে নিয়ে সরকারকে অবিলম্বে আলোচনার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিতে হবে।

৩. বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৪. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৬. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে।

৭. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৯. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।